বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট আইন, ২০২১ (খসড়া)

খসড়াটি যে পর্যায়ে আছে: শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গঠিত কমিটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করে সচিব মহোদয় বরাবর পেশ করেছে। খসড়াটির উপর ১৬টি স্টেকহোল্ডার এর মতামত চাওয়া হয়েছে। ৬টি স্টেকহোল্ডারের মতামত পাওয়া গেছে। মতামতের জন্য অবশিষ্ট ১০টি স্টেকহোল্ডারকে পত্র দেয়া হয়েছে। আগামী ২৬/৭/২০২১ তারিখে খসড়া আইনটির উপর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা করার সিদ্ধান্ত আছে।

আইন অধিশাখা
শিল্প মন্ত্রণালয়

বিল নং....., ২০২১

বাংলাদেশের শিল্প খাতের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ সেবা প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এতদবিষয়ক সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট আইন, ২০২১ প্রণয়নকল্পে আনীত

বিল

যেহেতু বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বাংলাদেশের শিল্প খাতের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ সেবা প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং এতদবিষয়ক সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টকে একটি সক্ষম, কার্যকর ও আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা আবশ্যক, যেহেতু Government Education and Training Institutions Ordinance, 1961 (XXVI of 1961)–এর অধীনে পরিচালিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট-কে পরিচালনার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন ও সমীচীন;

সেইহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।–
(১) এই আইন 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞার্থ- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে।—
(১) **"অতিরিক্ত মহাপরিচালক"** বলিতে আইনের ধারা ১৩এর বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত অতিরিক্ত মহাপরিচালককে বুঝাইবে;
(২) **"ইনস্টিটিউট"** বলিতে আইনের ধারা ৩ এর বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-কে বুঝাইবে;
(৩) **"একাডেমিক কাউন্সিল"** বলিতে আইনের ধারা ৯ এর বিধান অনুযায়ী গঠিত একাডেমিক কাউন্সিলকে বুঝাইবে;
(৪) **"অনুষদ সদস্য/কর্মকর্তা-কর্মচারী"** বলিতে আইনের ধারা ১৭ এর বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত ইনস্টিটিউটের কোন অনুষদ সদস্য/কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বুঝাইবে;
(৫) **"চেয়ারম্যান"** বলিতে আইনের ধারা ৭ (ক) এর বিধান অনুযায়ী গঠিত পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানকে বুঝাইবে;
(৬) **"তহবিল"** বলিতে আইনের ধারা ২০ এর বিধান অনুযায়ী গঠিত তহবিলকে বুঝাইবে;
(৭) **"পরিচালনা পর্ষদ"** বলিতে আইনের ধারা ৭ এর বিধান অনুযায়ী গঠিত পরিচালনা পর্ষদকে বুঝাইবে;
(৮) **"পরিচালক"** বলিতে আইনের ধারা ১৫ এর বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত ইনস্টিটিউটের পরিচালককে বুঝাইবে;
(৯) **"প্রবিধান"** বলিতে আইনের ধারা ২৬ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত প্রবিধানকে বুঝাইবে;
(১০) **"বিধি"** বলিতে আইনের ধারা ২৫ এর বিধান অনুযায়ী প্রণীত বিধিকে বুঝাইবে;

(১১) **'মহাপরিচালক'** বলিতে আইনের ধারা ১১ এর বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালককে বুঝাইবে; এবং

(১২) **"সরকার"** বলিতে The General Clauses Act, 1897 এর ধারা ৩(২১) (বি) সাপেক্ষে ইন্সস্টিটিউট এর নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।

৩। **ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বিদ্যমান 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)', এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন একই নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বতন্ত্র ইনস্টিটিউট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **ইনস্টিটিউটের কার্যালয়।**— ইনস্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে উহার আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।

৫। **ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি।**— (ক) শিল্প সেক্টরে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, পরামর্শ সেবা প্রদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) দেশি বিদেশি খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ;

(গ) দেশ বিদেশের খ্যাতনামা সংশ্লিষ্ট ইন্সস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত প্রফেশনাল ডিগ্রী, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা বিষয়ক বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ;

(ঘ) শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে চাহিদাসম্পন্ন প্রফেশনাল ডিগ্রী, স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা; এবং

(ঙ) এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৬। **পরিচালনা ও প্রশাসন।** - (১) ইনস্টিটিউটের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করতে পারিবে, পরিচালনা পর্ষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদকে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য প্রফেশনাল ডিগ্রি, স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা এবং প্রশিক্ষণ, পরামর্শ সেবা প্রদান ও গবেষণা বিষয়ক একটি একাডেমিক কাউন্সিল থাকিবে।

৭। **পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠা বা গঠন।**— এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনস্টিটিউটের একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকিবে এবং উক্ত পরিচালনা পর্ষদ নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা:

(ক) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন;

(গ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর একজন অন্যূন অতিরিক্ত সচিব;
(ঘ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
(ঙ) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর একজন অন্যূন অতিরিক্ত সচিব;
(চ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস);
(ছ) প্রেসিডেন্ট, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ;
(ঝ) সভাপতি, একাডেমিক কাউন্সিল, বিআইএম;
(ঝ) পরিচালক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়;
(ঞ) বিভাগীয় প্রধান, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট); এবং
(ট) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, যিনি উহার সদস্য সচিবও হইবেন।

৮। **পরিচালনা পর্ষদের সভা।**—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
(২) পরিচালনা পর্ষদের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।
(৩) চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।
(৪) সভাপতিসহ পরিচালনা পর্ষদের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।
(৫) পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় অথবা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।
(৬) প্রত্যেক ইংরেজি পঞ্জিকা বৎসরে পরিচালনা পর্ষদের অন্যূন ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
(৭) কোনো সদস্যপদে কেবল শূন্যতা অথবা পরিচালনা পর্ষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পর্ষদের কার্য অথবা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **একাডেমিক কাউন্সিল গঠন।**— (১) একাডেমিক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কোর্স এবং উপদেশনা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ইনস্টিটিউটে ০৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি একাডেমিক কাউন্সিল থাকিবে:

(ক) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উপদেশনা) যিনি উহার আহবায়কও হইবেন;
(খ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা;
(গ) বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এর পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা;
(ঘ) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বিআইএম;
(ঙ) পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিআইএম;
(চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর বাণিজ্য অনুষদের একজন প্রতিনিধি;
(ছ) বিআইডিএস এর একজন উর্দ্ধতন গবেষণা কর্মকর্তা;
(জ) বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা;
(ঝ) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর আইপিই বিভাগের বিভাগীয় প্রধান;
(ঞ) বিআইএম এর মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি; এবং
(ট) পরিচালক (গবেষণা ও উপদেশনা), সদস্য সচিব।

১০। **একাডেমিক কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**—একাডেমিক কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ:

(১) ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত একাডেমিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উপদেশনা বিষয়ক কার্যক্রম এর পরিধি নির্ধারণ করে অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করিবে;

(২) ইনস্টিটিউটের একাডেমিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উপদেশনা বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করিবে এবং এতদবিষয়ক কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করিবে;

(৩) একাডেমিক কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণকে তাদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে;

(৪) একাডেমিক কাউন্সিল প্রতি ০২ (দুই) মাসে অন্তত একবার সভায় মিলিত হইবে; এবং

(৫) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য সদস্যদের সম্মানি প্রদান করা যাইবে।

১১। **মহাপরিচালক।**— (১) সরকার ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক নিয়োগ করিবেন, যিনি সরকারের অন্যূন অতিরিক্ত সচিব হইবেন।

(২) মহাপরিচালক ইনস্টিটিউট এর সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী হইবেন, ইনস্টিটিউটের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং তিনি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য-সচিবের দায়িত্বও পালন করিবেন।

(৩) মহাপরিচালকের শূণ্যতাজনিত কারণে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। **মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা।**— মহাপরিচালক আইন, বিধি, প্রবিধি ও সরকার কর্তৃক এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩। **অতিরিক্ত মহাপরিচালক** ।— (১) ইনস্টিটিউটের একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উপদেশনা) থাকিবেন।

(২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উপদেশনা) ইনস্টিটিউটরে নিজস্ব কর্তকর্তাগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

১৪। **অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**- অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। **পরিচালক।**- (১) ইনস্টিটিউটের ৫ জন পরিচালক থাকিবেন; যথা:

(ক) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ);

(খ) পরিচালক (প্রশিক্ষণ);

(গ) পরিচালক (গবেষণা ও উপদেশনা);

(ঘ) পরিচালক (মার্কেটিং ও আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা); এবং

(ঙ) পরিচালক (আইসিটি ও ইনোভেশন)।

(২) পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত হইবেন। অন্যান্য পরিচালকের পদ ইনস্টিটিউটের নিজস্ব কর্তকর্তাগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য হইবে।

১৬। **পরিচালকগণের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**- পরিচালকগণের দায়িত্ব ও কার্যাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৭। **অনুষদ সদস্য/কর্মকর্তা ও কর্মচারী।**—(১) ইনস্টিটিউট উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুষদ সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) অনুষদ সদস্য ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদের নাম, দায়িত্ব ও ক্ষমতা, নিয়োগ, পদোন্নতি এবং চাকরির শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৮। **প্রণোদনা প্রদান।**—(১) পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ইনস্টিটিউটের কোনো কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কোনো অসাধারণ কাজের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা যাইবে।

(২) প্রণোদনা প্রদানের প্রাপ্যতা, হার ও পরিমাণ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

১৯। **ইনস্টিটিউটের তহবিল।**—(১) ইনস্টিটিউটের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্ন বর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরি ও অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো বিদেশি সরকার, সংস্থা অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান বা ঋণ;

(গ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত দান বা অনুদান;

(ঘ) কোর্স ফিসহ সকল প্রকার ফি, চার্জ ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(ঙ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(চ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো উৎস হইতে গৃহীত ঋণ; এবং

(ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা বা অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের সকল অর্থ কোনো তপশিলি ব্যাংকে ইনস্টিটিউটের নামে জমা রাখিতে হইবে।

ব্যাখ্যা: "তপশিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2 (j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank-কে বুঝাইবে।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৪) তহবিলের অর্থ হইতে সরকারের নিয়মনীতি, বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

২০। **বাজেট।**—ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থবৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ইনস্টিটিউটের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহারও উল্লেখ থাকিবে।

২১। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) ইনস্টিটিউট যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব ও স্থিতিপত্রসহ বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং এইরূপ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত সাধারণ নির্দেশনা পালন করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব-নিরীক্ষক বলিয়া উল্লিখিত, প্রতি বৎসর কেন্দ্রের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি সরকার ও কেন্দ্রের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য ইনস্টিটিউট অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) এ সংজ্ঞায়িত কোনো "Chartered Accountant" দ্বারা কেন্দ্রের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট এক বা একাধিক "Chartered Accountant" নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত "Chartered Accountant" সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) কেন্দ্রের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant কেন্দ্রের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য বা কেন্দ্রের যে কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২২। পেনশন, ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি।—এই উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের কল্যাণের জন্য প্রবিধান দ্বারা পেনশন, বীমা, কল্যাণ তহবিল ও ভবিষ্য তহবিলের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২৩। বার্ষিক প্রতিবেদন।— (১) ইনস্টিটিউট, পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে প্রতি বৎসর তৎকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণসংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, যে-কোনো সময়, ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে উহার যে-কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন অথবা বিবরণী আহবান করিতে পারিবে এবং ইনস্টিটিউট উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন অথবা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে- Government Education and Training Institutions Ordinance, 1961 (XXVI of 1961)—এর অধীনে পরিচালিত বিদ্যমান 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট', অত:পর 'বিলুপ্ত ইনস্টিটিউট' বলিয়া উল্লিখিত, ইনস্টিটিউট বিলুপ্ত হইবে;

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ইনস্টিটিউট বিলুপ্ত সত্ত্বেও;

(ক) বিলুপ্ত ইনস্টিটিউট-এর সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল দাবি ও অধিকার অত্র আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউটে হস্তান্তরিত হইবে এবং ইনস্টিটিউট উহার অধিকারী হইবে;

(খ) বিলুপ্ত ইনস্টিটিউট-এর যে সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব ছিল তাহা অত্র আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট-এর ঋণ, দায় ও দায়িত্ব হইবে;

(গ) বিলুপ্ত ইনস্টিটিউট কর্তৃক অথবা উহার বিরুদ্ধে যে সকল মামলা-মোকদ্দমা চালু ছিল, সেই সকল মামলা-মোকদ্দমা অত্র আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঘ) কোনো চুক্তি, দলিল বা চাকরির শর্তে যাহাই থাকুক না কেন, বিলুপ্ত ইনস্টিটিউট-এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অত্র আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাঁহারা উক্তরূপ বদলীর পূর্বে যে শর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, অত্র আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে ইনস্টিটিউট-এর চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

(ঙ) পূর্বতন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী নিয়োগকৃত ও কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নতুন সৃষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোতে একই গ্রেডে বা যথোপযুক্ত পদের বিপরীতে পদায়ন করা যাইবে।

২৭। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ ও মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৩/২/২০২২

মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার